পুরাতন ও নতুন নিয়ম থেকে বাইবেলের গল্প এবং শাস্ত্রাংশ সহ মতবাদ সমূহ

Copyright © 2004 by Paul-Timothy. May be freely copied. Download from www.Paul-Timothy.net

প্রাচীন কালের কুলপতিদের সময়ের ঘটনাবলী, পরবর্তীকালে ঘটা একই ঘনটাবলী এবং সম্বন্ধযুক্ত মতবাদ সমূহ।

সৃষ্টি (সম্পর্কযুক্ত ঃ বাইবেলের শিক্ষা, ঈশ্বরের নতুন সৃষ্টি, পুনঃসৃষ্টি এবং পুণর্জন্ম)

পুরাতন নিয়ম ঃ (ঈশ্বর প্রাকৃতিক এবং ক্ষণকালস্থায়ী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করলেন। আদি পুস্তক ১-২

নতুন নিয়ম ঃ ঈশ্বর তাঁর নতুন সৃষ্টি শুরু করেছিলেন যা ছিল, আধ্যাত্মিক, অনন্তকাস্থায়ী এবং পাপহীন। যীশুর পুণরুত্থান যাতে প্রত্যেক বিশ্বাসী অংশগ্রহণ করে। নতুন সৃষ্টির সূচনা। (মথি ২৮)।

- এই সৃষ্টির পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হবে নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর দ্বারা যার অপেক্ষায় আমরা আছি। (প্রকাশিত ২১-২২)
- এই সৃষ্টিতে আমরা আধ্যাত্মিকভাবে পুর্নজন্ম প্রাপ্ত হই (নীকদীমের সঙ্গে যীশু), যোহন ৩ঃ১-৭

আমাদের সাড়াদান ঃ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে পুরাতন সৃষ্টিতে তিনি আমাদের জন্য অনেক উত্তম বিষয় সৃষ্টি করেছিলেন।

- আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে যিনি নতুন সৃষ্টির প্রথমজাত ফল (১ করিন্থীয় ১৫; ২ করিন্থীয় ৫ঃ১৭) সেই যীশুর পুণরুত্থানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের নতুন, অধ্যাত্মিক এবং অনন্ত সৃষ্টিতে প্রবেশ করব। এ ছাড়া আর অন্য কোনও পথ নেই। (যোহন ১৪ঃ৬)

প্রলোভন (সম্বন্ধযুক্ত ঃ আসল পাপ, মৃত্যু, আদম, শয়তান, যীশু শয়তান এবং মৃত্যুকে পরাজিত করেছিলেন।)

পুরাতন নিয়ম ঃ প্রথম নর আদম শয়তানের প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে ঈশ্বরের অবাধ্য হবার কারণে সমগ্র মানবজাতীর উপর মৃত্যু এবং ঈশ্বর থেকে বিচ্ছেদ ডেকে নিয়ে এসেছিল (আসল পাপ) ঃ আদি পুস্তক ৩

নতুন নিয়ম ঃ শেষ আদম যীশু শয়তানের প্রলোভনকে পদতলে দলিত করে সমস্ত মানবজাতীকে জীবন দান করেছিলেন এবং ঈশ্বরের সাথে আবার তাদের মিলন দিয়েছিলেন।

- যীশু যিনি ''শেষ আদম'' (১ করিন্থীয় ১৫ঃ৪৫) শয়তানের প্রলোভনের প্রতিরোধ করেছিলেন, মথি ৪। যীশু আমাদের মধ্যে বাস করার মাধ্যমে শয়তানের প্রতিরোধ এবং পৃথিবীস্থ বিষয় সমূহকে জয় করার সামর্থ দান করেছিল, যোহন ১৬ঃ১৭।
- যীশু গেৎশিমানী বাগানে পিতার ইচ্ছার বাধ্য হয়েছিলেন, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত (সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায়), মথি ২৬ঃ৩৬-৪২।

আমাদের সাড়াদান ঃ ঈশ্বরের কাছে আমাদের পাপ স্বীকার এবং অনুতাপ (১ যোহন ১ঃ৮-১০)।

- শয়তানের প্রতিরোধ। পবিত্র আত্মার শক্তিতে ঈশ্বরের যুদ্ধ সজ্জার ব্যবহার (যাকোব ৪ঃ৭; ইফিষীয় ৬)

কয়িন ও হেবল (সম্বন্ধযুক্ত, রক্তবলি, খ্রীষ্টের রক্ত)

পুরাতন নিয়ম ঃ পুরাতন নিয়মে আরাধনার জন্য প্রয়োজন ছিল নিরীহ প্রাণীর রক্ত সেচন।

- প্রথম নরহত্যাকারী কয়িনের রক্তবিহীন বলি যখন ঈশ্বর গ্রাহ্য করেননি তখন সে হেবলকে হত্যা করেছিল, কারণ ঈশ্বর তার বলি গ্রাহ্য করেছিলেন, আদিপুস্তক ৪
- ঈশ্বর মহাযাজকের পুত্রকে হত্যা করেছিলেন কারণ সে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে রক্তছাড়াই প্রবেশ করেছিল- লেবীয় ১০।

নতুন নিয়ম ঃ নতুন নিয়মের আরাধনার অন্তর্ভুক্ত অনন্তকালীন 'ঈশ্বরের মেষশাবক' খ্রীষ্টের রক্ত।

- যীশু যিহূদীদের হতাশ করে দিয়েছিলেন এই বলে যে, আমাদের অবশ্যই তাঁর রক্ত ও মাংস ভক্ষণ করতে হবে। যোহন ৬ঃ২৬-৫৯।
- যীশু একজন শমরীয়া নারীকে এই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, আমাদের অবশ্যই আত্মায় ও সত্যে ঈশ্বরের আরাধনা করতে হবে, যোহন ৪ অধ্যায়।

আমাদের সাড়াদান ঃ আমাদের পাপের মুক্তির জন্য যীশুর নির্দোষ রক্ত বলিকে স্মরণ করে আমাদের উচিত আন্তরিক হৃদয় সহযোগে ঈশ্বরের আরাধনা করা। (মথি ২৬ঃ২৬-২৮)।

- যতক্ষণ না গলা ভেঙ্গে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উচিত ওষ্ঠ দিয়ে তার প্রশংসা করা। কিন্তু আমরা যদি তাঁর অবাধ্য হই তবে সেই প্রশংসা ব্যর্থ হয়ে যায়। (নোহ) (মথি ১৫ঃ৬-৯)

নোহ (সম্বন্ধযুক্ত বন্যা, অনুশোচনা, শাস্তি, বিচার, দ্বিতীয় মৃত্যু)

পুরাতন নিয়ম ঃ দুষ্ট মনুষ্যজাতীকে শাস্তি দেবার জন্যে ঈশ্বর বন্যার দ্বারা শারীরিক মৃত্যু (নোহ) দান করেছিলেন, (আদি ৬-৯)।

নতুন নিয়ম ঃ আমরা যদি অনুতাপ করতে ব্যর্থ হই, তবে ঈশ্বর দ্বিতীয় মৃত্যুর বিষয় সতর্ক করেছেন - নরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে অনন্তকালীন বিচ্ছেদ ঃ

- বাপ্তিস্মদাতা যোহন লোকদের অনুতাপ করার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন, তিনি প্রতিজ্ঞাত মশীহের জন্য পথ প্রস্তুত করেছিলেন, মথি ৩ অধ্যায়।
- ঈশ্বর, যারা তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হবে না। সেই সমস্ত পাপীদের অগ্নিহ্রদে নিক্ষেপ করার মাধ্যমে শাস্তি দেবেন (শেষ বিচার এবং দ্বিতীয় মৃত্যু) প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ১১-১৫

আমাদের সাড়াদান ঃ আমাদের স্বর্গস্থ পিতার করুণা এবং দয়া আমাদেরকে অনুশোচনা করার দিকে পরিচালিত করুক। (রোমীয় ২ঃ৪)

- আমাদের পাপ থেকে অনুশোচনা এবং খ্রীষ্টে বিশ্বাস। (মার্ক ১ঃ১৫)

বাবিল (সম্বন্ধ যুক্ত-জাতী সমূহ, সংস্কৃতি ও ভাষা সমূহ)

পুরাতন নিয়ম ঃ বাবিলের স্তম্ভে ঈশ্বর সমস্ত জাতী এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতির সৃষ্টি করেছিলেন।

- একটি সংঘবদ্ধ সমাজে মানুষরা তাদের গর্বকে উচ্চীকৃত করে বাস করতে চেয়েছিল। ঈশ্বর তাদের বিভিন্ন ভাষায় বিভক্ত করে দিয়েছিলেন। আদিপুস্তক ১০।

নতুন নিয়ম ঃ সমস্ত জাতীর এবং সাংস্কৃতির লোকেরা ঈশ্বরের অনন্তকালস্থায়ী। গৌরবময় সিংহাসনের সামনে তাঁর প্রশংসা করবে। প্রকাশিত বাক্য ৭ঃ৯-১৭

আমাদের সাড়াদান ঃ মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতায় নয় কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস করা। (সখরিয় ৪ঃ৬)

- বিভিন্ন জাতী এবং সাংস্কৃতির প্রশংসা করি যারা যুগযুগ ধরে স্বর্গে শোভা পাবে। তাদের ঈশ দত্ত বিভিন্নতা ''যীশুর কনের'' সৌন্দর্য প্রকাশ করে ঃ সমস্ত জাতীর, ভাষার এবং বংশেব লোকরা। (প্রকাশিত ৭ঃ৯-১২)
- সমস্ত জাতীর লোকেদের শিষ্য করা। (বিভিন্ন সংস্কৃতির লোকদল, মথি ২৮ঃ১৮-২০)

অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা (সম্বন্ধ প্রতিজ্ঞা, বিশ্বাস, চুক্তি)

পুরাতন নিয়ম ঃ বিশ্বাসী অব্রাহামের একজন বংশধরের মাধ্যমে ঈশ্বর সমস্ত জাতীকে আশীর্বাদ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন

- অব্রাহাম সেই ঈশ্বরের বিশ্বাস করেছিলেন যিনি এই বিশ্বাসকে তার ধার্মিকতা বলে গণ্য করেছিলেন এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী অব্রাহামের একজন বংশধরের মাধ্যমে আশীর্বাদের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন - একজন বংশধরের প্রতিজ্ঞা যা একাধিক শর্তের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হয়েছিল, আদিপুস্তক ১২ঃ১-৭ ও ১৫ অধ্যায়।
- ঈশ্বর অব্রাহামকে অলৌকিক ভাবে একটি সন্তানের জন্মের বিষয় প্রতিজ্ঞা করেন। অব্রাহাম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিলেন, আদিপুস্তক ১৫ঃ১-৬।

নতুন নিয়ম ঃ ঈশ্বর, অব্রাহামের বংশজাত যীশুর মাধ্যমে সমস্ত জাতীকে আশীর্বাদ এর প্রতিজ্ঞাটি পূর্ণ করলেন। যিনি সমস্ত পাপ ও রোগ থেকে মুক্তি দেন ঃ

- মরিয়ম অলৌকিকভাবে তাঁর সন্তান এবং পরিত্রাতার জন্ম দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। লূক ১ঃ২৬-৫৬
- যীশু একজন ভুতগ্রস্ত সহ আরও অনেককে সুস্থ করেছিলেন। কারণ তারা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। মার্ক ১ঃ২১-৩৪
- যীশু একজন পক্ষাঘাত গ্রস্ত ব্যক্তিকে তার পাপ ও রোগ থেকে সুস্থ করেছিলেন। কারণ তার সেবার মনোভাব সম্পন্ন বন্ধুরা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। মার্ক ২ঃ১-১২
- বিভিন্ন জাতীর থেকে আগত যিহুদীদের যারা যীশুকেপঞ্চাশত্তমীর দিনে গ্রহণ করেছিল, তাদের উপর ঈশ্বর তাঁর পবিত্র আত্মা সেচন করেছিলেন। প্রেরিত ২
- ঈশ্বর পরজাতীয়দের উপরেও পবিত্র আত্মা দান করেছিলেন। আর এইভাবে বিভিন্ন জাতীকে পরিত্রাণ পাবার রাস্তা খুলে দিলেন। (প্রেরিত ১০ঃ৪৪-৪৮)

আমাদের উত্তর ঃ আমাদের যোগ্যতার দ্বারা নয় কিন্তু বিশ্বাসের দ্বারা পাপের ক্ষমা প্রাপ্ত হব। (ইফিষীয় ২ঃ৮-১০)

- আমরা অব্রাহামের উত্তরাধিকারী অব্রাহামের মত বিশ্বাস করার দ্বারা আমরা তাঁর প্রতি কৃত প্রতিজ্ঞাত আশীর্ব্বাদ লাভ করি। (গালাতীয় ৩ঃ৬-১২; ৪ঃ২১-৩১)
- সমস্ত জাতীর লোকদের মাঝে আমরা পবিত্র আত্মার শক্তিতে যীশুর জন্য সাক্ষ্য বহন করি। (প্রেরিত ১ঃ৮)
- আমরা শারীরিক সুস্থতার জন্য যীশুর নামে প্রার্থনা করি। (যাকোব ৫ঃ১৪-১৬)
- ঈশ্বর আমাদের সুস্থ করুন অথবা তার পরিবর্তে অন্য রূপে তাঁর অনুগ্রহকে প্রদান করুন। যেমন তিনি পৌলের ক্ষেত্রে করেছিলেন। (২য় করিন্থীয় ১২ঃ৭-১০ - ঈশ্বর সকলকে সুস্থ করেন না অথবা সবাই মৃত্যুবরণ করে তাঁর সাথে স্বর্গে বাস করবে না।)

অব্রাহামের এর বিশ্বাস (সম্বন্ধ বিশ্বাস, ইসলাম ও ইসাহাক)

পুরাতন নিয়ম ঃ অব্রাহামের বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ও উত্তম কার্যসমূহকে সংঘটিত হতে সাহায্য করেছিল যা পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়ম এর ভিত স্থাপন করেছিল ঃ

- অব্রাহাম তার স্বার্থপর ভাইপো সবথেকে সমৃদ্ধশালী ভূমিকে বেছে নিতে দিয়ে ছিলেন। আদি পুস্তক ১৩,
- বিশ্বাসে অব্রাহাম তার কর্মচারীদের নিয়ে পাঁচজন রাজার বিরুদ্ধে। লোটকে উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। আদিপুস্তক ১৪
- অব্রাহামের বিশ্বাসের ফলে ইসাহাকের জন্ম হয়েছিল, যার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহের নিয়মকে স্থাপন করেছিলেন। আদিপুস্তক ২১
- ঈশ্বর ঈসাহককে, যে ছিল প্রতিজ্ঞার উত্তরাধিকারী এবং অব্রাহামের একমাত্র সন্তান, তাকে বলিরূপে উৎসর্গ করতে বলে অব্রাহামের মহা পরীক্ষা নিয়েছিলেন। আদিপুস্তক ২২
- বিশ্বাসের সাময়িক বিচ্যুতির মধ্যে অব্রাহাম অনুগ্রহের নিয়মকে নিজের প্রচেষ্টার দ্বারা পূর্ণ করার চেষ্টা করেছিলেন। আদিপুস্তক ১৬-১৭ যার ফলে হাগারের অবৈধ সন্তান ইসলামের বংশধররা আজ পর্যন্ত অব্রাহামের বংশধরদের সাথে লড়াইয়ে রত।

নতুন নিয়ম ঃ সুস্থতা, ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং নতুন জন্মপ্রাপ্ত হবার জন্য যীশু তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে দাবী করেন।

- নীকদীমকে যীশু বলেছিলেন যে, বিশ্বাসে আমাদেরকে অবশ্যই আত্মায় নতুন জন্ম প্রাপ্ত হতে হবে। যোহন ৩
- যীশু একজন শতপতি যিনি বিশ্বাসী ছিলেন তার পুত্রকে সুস্থ করেছিলেন। মথি ৮ঃ৫-১৭
- তাদের বিশ্বাসের কারণে যীশু দুজন অন্ধকে সুস্থ করেছিলেন। মথি ৯ঃ২৭-৩৮

আমাদের সাড়াদান ঃ বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ যদি উত্তম কার্য উৎপন্ন করে তবে তা প্রকৃত বিশ্বাস, অন্যথায় নয় (ইফিষীয় ২ঃ৮-১০; যাকোব ১ঃ২২-২৪)।

- সেই সমস্ত সন্দেহগুলির প্রতিরোধ করুন যা অব্রাহামকে নিজ প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে অনুগ্রহের নিয়মকে পূর্ণ করতে প্ররোচিত করেছিল, যার ফলে ইসমায়েলের জন্ম হয়েছিল এবং যার বংশধর আরব অধিবাসীদের দ্বারা ইসলাম ধর্মের সৃষ্টি হয়। (গালাতীয় ৩ঃ৬-১২; ৪ঃ২১-৩১)
- প্রাত্যহিক নবায়িত হবার সন্ধান করুন - প্রত্যহ ঈশ্বরের বাক্যকে পাঠ ও প্রার্থনা করুন - ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে প্রতিদিন আপনাকে নবায়িত করতে দিন। (২ করিন্থীয় ৪ঃ১৬)

অব্রাহামের ধমাধ্যক্ষতা। (সম্বন্ধ - প্রদান করা)

পুরাতন নিয়ম ঃ ঈশ্বর যা প্রদান করেছিলেন তার মাধ্যমে তাঁর উত্তম ধনাধ্যক্ষদের পুরস্কৃত করেছিলেন।

- অব্রাহাম দখলকারীদের হাত থেকে যে সমস্ত কিছু হরণ করেছিলেন তার দশমাংশ খ্রীষ্ট - সম যাজক মেল্কীষেদকে দিয়েছিলেন এবং তার বিন্দুমাত্রও নিজে নিতে অস্বীকার করেছিলেন আদি পুস্তক ১৪ঃ১১-২৪।
- বোয়স ইচ্ছাকৃত ভাবে তার শস্য সংগ্রহকারীদের আদেশ দিয়েছিলেন তারা যেন শস্যকনার কিছুটা ক্ষেত্রে ফেলে রাখে গরীব রূতের জন্য যে শস্য কুড়াতো। রূতের বিবরণ ২

নতুন নিয়ম ঃ যারা তাঁর কাজের জন্য এবং গরীবদেরকে মুক্ত হস্তে দান করে তাদের জন্য ঈশ্বর স্বর্গে ধন সঞ্চিত করে রাখার প্রতিজ্ঞা করেছেন।

- গরীব বিধবা এমনকি তার নিজের বেঁচে থাকার শেষ সিকিটও দান করেছিল। লুক ২১ঃ১-৪
- বার্ণবা তার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে যাদের প্রয়োজন ছিল তাদের দিয়েছিল। প্রেরিত ৪ঃ৩৩-৩৭
- দয়ালু শমরীয় তার শত্রুকে যত্ন করেছিল, লুক ১০ঃ২৫-৩৭।
- বিশ্বস্ত দাসের উপমাতে যীশু উত্তম ধনাধ্যক্ষর বিষয়ে বর্ণনা দিয়েছেন, লূক ১৯ঃ১১-২৭।
- মন্দ দাসের উপমাতে যীশু মন্দ ধনাধ্যক্ষর বিষয়ে বর্ণনা দিয়েছেন, লুক ১৬ঃ১-৮।

আমাদের সাড়াদান ঃ উত্তম ধনাধ্যক্ষ হব এবং ঈশ্বর যা দিয়েছেন তার সুন্দর রক্ষণা-বেক্ষণ করব, তা অর্থ বা জিনিসপত্র যাই হোক না কেন। (১ করিন্থীয় ৪ঃ২)

- প্রফুল্ল চিত্তে প্রদান কর। ঈশ্বর চান না যে আমরা কখনোই অসন্তুষ্ট চিত্তে দান করি। (২ করিন্থীয় ৯ঃ৬-১৫)

অব্রাহামের মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনা (সম্বন্ধ, বিশ্বাস মধ্যস্থতাকারী সুস্থতা)

পুরাতন নিয়ম ঃ পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রার্থনার উত্তর দিতেন ঃ

- লোট এবং তার পরিবারের জন্য অব্রাহামের শক্তিযুক্ত প্রার্থনা (সদোম ও ঘমোরা) আদি ঃ ১৮-১৯

- ঈশ্বরের মন্দির এবং প্রজাবৃন্দের জন্য শলোমনের শক্তিযুক্ত প্রার্থনা। ২ বংশাবলি ৬; ৭ঃ১-৪
- প্রজাবৃন্দের হয়ে তাদের পাপস্বীকারের জন্য ইষ্রার শক্তিযুক্ত প্রার্থনা ও তার ফলসমূহ, ইষ্রা ৯;১০ঃ১-৯
  নতুন নিয়ম ঃ ঈশ্বর আমাদের বিশ্বাসযুক্ত প্রার্থনার উত্তর দেন।
- পিতর এবং যোহন যীশুর নামে প্রার্থনা করে একজন খঞ্জকে সুস্থ করেছিল এবং তার জন্য জেলে গেছিল। প্রেরিত ৩ ও ৪।
- একজন পিতার বিশ্বাসের সাধারণ প্রার্থনা এবং তার মন্দ আত্মাবিষ্ট পুত্রের সুস্থতা। মার্ক ৯ঃ১৪-২৯
- পাপী করগ্রাহীর সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা, লূক ১৮ঃ৯-১৪
- যীশু আমাদের বলেছেন কি ভাবে প্রার্থনা করতে হবে (প্রভুর প্রার্থনা সহ - হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা), মথি ৬ঃ১-১৫
- যীশু তাঁর শিষ্যদের ও আমাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।
- যীশু প্রার্থনাতে, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে নিজেকে সমর্পন করেছিলেন আমাদের জন্য তাঁর জীবন দেবার জন্য। মথি ২৬ঃ৩৬-৪৬

  আমাদের সাড়াদান ঃ আমাদের আনন্দ যাতে পূর্ণ হয় তার জন্য যীশু তাঁর নামে আমাদেরকে প্রার্থনা করতে বলেছেন। যোহন ১৬ঃ২৪
- প্রেরিত পৌল আমাদেরকে অবিরত প্রার্থনা করতে বলেছেন। (১ থিষলনীকীয় ৫ঃ১৭)
- প্রেরিত যোহন ঈশ্বরের কাছে আমাদের পাপসমূহকে স্বীকার করতে বলেছেন। (১ যোহন ১ঃ৮-১০)

ইসাহাকের কনে রেবেকা (সম্বন্ধ ইসাহাক পঞ্চাশত্তমী ও পবিত্র আত্মা)

পুরাতন নিয়ম ঃ অব্রাহাম তার দাসকে ইসাহাকের জন্য একজন বিশ্বাসীনী কনে রেবেকার সন্ধানে প্রেরণ করেছিলেন। আদি ২৪

নতুন নিয়ম ঃ ঈশ্বর পবিত্র আত্মাকে পুত্র যীশুর জন্য বিশ্বাসীনী কনে মণ্ডলীর সন্ধানে প্রেরণ করেছেন।

- যীশু একজন সহায়ের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যিনি আমাদের পাপের বিষয় প্রকাশ করবেন এবং খ্রীষ্টকে আমাদের মধ্যে প্রকাশ করবেন। যোহন ১৪ঃ১৫-২৬;১৬ঃ৭-১৬
- পঞ্চশত্তমীর দিন পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন এবং যিহূদীদের মধ্যে প্রথম মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন।
- পবিত্র আত্মা পরজাতীয়দের মধ্যে নেমে এসেছিলেন। কর্ণীলিয়র গৃহে প্রথম পরজাতীয়দের মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল। প্রেরিত ১০

  আমাদের সাড়াদান ঃ এমন কি বিদেশে বসবাসকারী সেইসব বিশ্বাসীদের খুঁজে বের করুন, যাদের ঈশ্বর মনোনীত করেছেন তাঁর কনে হবার জন্যে। (মথি ২৮ঃ১৯-২০)

যাকোব ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন ঃ (যাকোব, এষৌ, বিশ্বাস, বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ)

পুরাতন নিয়ম ঃ সার্বভৌম ঈশ্বর যাদেরকে মনোনীত করেছেন তাদের অনুগ্রহ দিয়েছেন, তাদের উত্তম কাজের জন্য তিনি তাদের মনোনীত করেন নি।

- যাকোব, এষৌয়ের সাথে ছলনা করলেও ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছিল, আদি ২৭-৩৩।
- ঈশ্বরের নিয়ম পাবার আগের ইব্রীয় সাংস্কৃতিকে এই ঘটনাটি রেখাপাত করে।
- যাকোব ছলনার দ্বারা এষৌয়ের জন্মাধিকার হরণ করেছিল। আদি ২৭
- যাকোব ঈশ্বরের আরাধনা করেছিলেন এবং স্বর্গের সিঁড়িকে অবলোকন করেছিলেন। ঈশ্বর যাকোবের কাছে সেই প্রতিজ্ঞারই কথা পুনর্বার বললেন যা তিনি অব্রাহামকে বলেছিলেন। আদি ২৮
- ঈশ্বর যাকোবের ছলের শাস্তি দিয়েছেন — লাবণ তাকে ছলনা করেছিল। আদি ২৯
- তার মন্দ কার্য সত্ত্বেও ঈশ্বর যাকোবকে প্রচুর ধনসম্পত্তি এবং ছেলেমেয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। আদি ৩০
- ঈশ্বর লাবণ এবং এষৌয়ের দুজনারই ক্রোধাগ্নি থেকে যাকোবকে রক্ষা করেছিলেন। যাকোব একজন স্বর্গদূতের সাথে মল্ল যুদ্ধ করেছিলেন। আদি ৩১-৩৩

  নতুন নিয়ম ঃ তাদের বিশ্বাসের কারণে যীশু মন্দ লোকেদের ক্ষমা প্রদান করেন, তাদের কার্যের জন্য নয়।
- যীশু একজন পাপিষ্ঠা নারীকে ক্ষমা করেছিলেন। লূক ৭ঃ৩৬-৫০
- একটি উপমায় যীশু বর্ণনা করেছেন যে ভালো এবং মন্দ উভয় ধরণের লোকেদেরই ঈশ্বর তাঁর ভোজে আমন্ত্রিত করেন। মথি ২২ঃ১-১০
- যীশু যাদেরকে পরিত্রাণ দেবার জন্য এসেছিলেন সেই পাপীদের সাথে ভোজন ও পান করেছেন এবং এর জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন। লূক ৫ঃ২৭-৩২

  আমাদের সাড়াদান ঃ ঈশ্বর তোমায় ধন্যবাদ যে তুমি আমার কার্য নয় কিন্তু বিশ্বাস হেতু আমার সমস্ত পাপের ক্ষমা করেছো। রোমীয় ৮ঃ২৮-৩০; ৯ঃ১০-১৮
- পরিত্রাণের সুসমাচারকে উত্তম ও মন্দ উভয় লোকদের কাছে নিয়ে যান, কারণ যীশু যারা হারিয়ে গিয়েছে তাদের সন্ধানেই

এসেছিলেন, লূক ৫ঃ৩২

যোষেফ ক্ষমা করেছিলেন (সম্বন্ধ- ক্ষমা প্রদান, মধ্যস্থতা, যীশু আমাদের উকীল)

পুরাতন নিয়ম ঃ যারা তার সঙ্গে অন্যায় করেছিলে সেই ইস্রায়েলের লোকেদের হয়ে যোষেক উকীলের কাজ করেছিলেন। যোষেফ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে ফরৌণের কাছে তার সেই ভাইদের জন্য বিনতী করেছিলেন যারা তাকে দাসত্বের জন্য বিক্রী করেছিল। আদি ৩৭ এবং ৩৯-৪৫

- এই বড় ঘটনাটিকে আপনি দুভাগে ভাগ করে নিতে পারেন। এই অংশটি ক্ষমার বিশুদ্ধতার পারিবারিক বন্ধনের মধ্যস্থতার এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থার উপর শিক্ষা দেয়। যোষেফ ছিলেন খ্রীষ্টের একজন ভবিষ্যৎ প্রবক্তা স্বরূপ। তিনি ছিলেনঃ

  একজন মেষপালক।

  পিতা স্নেহধন্য।

  তার ভ্রাতৃগণ, ইস্রায়েলের সন্তানদের দ্বারা বিক্রীত

  প্রলোভনের প্রতিরোধকারী,

  অন্যায়ভাবে কারাবন্দী

  পুনরায় রাজার ডানদিকে সম্মানের সাথে উচ্চীকৃত

  ভাইদের জন্য বিনতীকারী,

  তাদের সাথে গৌরবময় ভোজের দ্বারা পুনর্মিলন।

  নতুন নিয়ম ঃ যদিও আমরা তাঁর বিরুদ্ধেপাপ করেছি তথাপি যীশু আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে উকীল হিসাবে কার্য করেছেন।

- যীশু একজন উত্তম মেষপালক যিনি হারানো মেষদের অন্বেষন করেন। লুক ১৫ঃ১-১০
- যারা তাঁকে ক্রুশারোপিত করেছিল তাদের জন্য তিনি তাঁর পিতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। লুক ২৩
- যীশু শিষ্যদের বলেছিলেন যে, কেন আমাদের অবশ্যই অপরকে ক্ষমা করা উচিত। (মথি ১৮ঃ১৫-৩৫)

আমাদের সাড়াদান ঃ যীশুর নামে প্রার্থনা করি যিনি পিতার কাছে আমাদের জন্য উকিল এবং যিনি আমাদের পাপের জন্য বিনতী করছেন। যোহন ১৬ঃ২৪; রোমীয় ৮ঃ৩৩

- যারা আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করে তাদেরকে ক্ষমা কর। (মথি ৬ঃ১৪-১৫; ইফিষীয় ৪ঃ৩২)

ব্যবস্থা দানকারী মোশীর সময়ের ঘটনাবলী, পরবর্তী সময়ে ঘটা একই ঘটনাবলী সহ।

ঈশ্বর মোশিকে মুক্তিদাতা রূপে তৈরী করেছিলেন (সম্বন্ধ মুক্তি, পাপ, উদ্ধার, সহভাগীতা, প্রভুর ভোজ, প্রভুর ভোজের রুটি)

পুরাতন নিয়ম ঃ ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মিশরের দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে এবং একটি সম্পূর্ণ নতুন ও পবিত্র ইস্রায়েল জাতী তৈরীর জন্য একজন উদ্ধার কর্তাকে তৈরী করেছিলেন।

- মোশির জন্মকে ঘিরে অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল এবং তাকে মারার অনেক প্রচেষ্টা সংঘটিত হয়েছিল। যাত্রাপুস্তক ১-২
- তাঁর প্রজাদের চালনা দেবার জন্য ঈশ্বর মিদিয়োনীয়দের ভূমিতে মোশিকে তৈরী করেছিলেন, তাঁকে জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে থেকে আহ্বান করেছিলেন মিশরে ফিরে আসার জন্য যাতে সে তাঁর প্রজাদের মুক্ত করতে পারে, এবং এই কাজের জন্য তিনি তাঁকে অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছিলেন।
- জলকে রক্তে পরিণত করা ছিল মোশির প্রথম অলৌকিক কাজ, এটা ছিল মিশরীয় প্রতিমাগনের উপর একটি অভিশাপ। যাত্রাপুস্তক ৭ঃ১৩-১৫

  নতুন নিয়ম ঃ পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে ঈশ্বর একজন পরিত্রাতার ব্যবস্থা করেছিলেন।

- যীশুর জন্মকে ঘিরে অলৌকিক ঘটনা সমূহ এবং তাঁকে হত্যা করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা। মথি ১ঃ১৮-২৫; মথি ২
- যীশুর প্রস্তুতি এবং বাপ্তিস্ম; পিতার দ্বারা তাঁর পরিচিতিকরণ, যে তিনি একজাত প্রিয় পুত্র। মথি ৩ঃ১৩-১৭
- জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করা ছিল যীশুর প্রথম অলৌকিক কার্য যা একটি আশীর্বাদ--যোহন ২।

আমাদের সাড়াদান ঃ তিনি আমাদের পাপের ক্ষমা করবেন এবং আশীর্বাদ দেবেন এই বিষয়ে আমাদের পরিত্রাতা এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। (যোহন ৩ঃ১৬)।

নিস্তার পর্বের মেষ (সম্বন্ধ তাড়ীশূন্য রুটি সহভাগীতা, মেষ শাবকের রক্ত, রক্ত, উৎসর্গ, পুণরুত্থান)

পুরাতন নিয়ম ঃ ঈশ্বর বাৎসরিক তাড়ীশূন্য রুটির (নিস্তার পর্ব) ভোজের অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেছিলেন, ইস্রায়েলের জন্য। যাত্রাপুস্তক ১২। এর মধ্যে লক্ষণীয় হল ঃ

- কিভাবে ঈশ্বর মিশরীয় দাসত্ব থেকে তার প্রজাদের নিস্তার করেছিলেন, যাতে ইস্রায়েলীয়রা যুগে যুগে মনে রাখে সেজন্য তিনি এই পর্বের প্রবর্তন করেছিলেন।
- মৃত্যুজনক দূত দরজার উপরে রক্তের ছাপ দেখে সেই গৃহগুলিকে ছেড়ে দিয়েছিল কারণ সেগুলো ছিল বিশ্বাসীদের গৃহ।

  নতুন নিয়ম ঃ যীশু তাঁর রক্তের দ্বারা কৃত নতুন নিময়কে সুনিশ্চিত করতে প্রভুর ভোজের প্রবর্তন করেছিলেন। লুক ২২
- কিভাবে যীশু আমাদের পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন তা যুগে যুগে স্মরণ রাখতে; খ্রীষ্ট প্রভুর ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন।

আমাদের সাড়াদান ঃ যখন আমরা এই নতুন নিস্তার পর্বের ভোজে সমবেত হই, তখন আমরা যীশুর রক্ত ও শরীরেই অংশ গ্রহণ করি। (১ করিন্থীয় ১০ঃ১৬-১৭)

দাসত্ব থেকে মুক্তি ঃ (সম্বন্ধ ঃ দাসত্ব, পুনুরুত্থান, অমরত্ব, লোহিত সাগর)

পুরাতন নিয়ম ঃ ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের লোহিত সাগরের মধ্যে দিয়ে তাদের দাসত্ব বন্ধন ঘুচিয়ে ছিলেন। এই অলৌকিক ঘটনাটির ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল পুরাতন চুক্তি। যাত্রাপুস্তক ১২-১৩

নতুন নিয়ম ঃ যীশু মৃতুদের মধ্যে থেকে পুণরুত্থিত হবার দ্বারা আমাদেরকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। লুক ২৪

- খ্রীষ্ট আমাদেরকে অনন্তজীবন দান করেন কারণ বিশ্বাসীরা তঁর পুণরুত্থানে অংশগ্রহণ করে। যোহন ১১

আমাদের সাড়াদান ঃ আমার কেবলমাত্র খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করি যিনি একমাত্র জীবন দাতা -যিনি আমাদের অক্ষয়নীয়তা প্রদান করেন। (১ করিন্থীয় ১৫)

ঈশ্বর মান্না ও জল যুগিয়েছিলেন (সম্বন্ধ - জীবন জল, অনন্ত জীবন, মান্না, অক্ষয়নীয়তা, জীবনের রুটি, অনন্তজীবন)

পুরাতন নিময় ঃ মোশি ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতার বলে মরুভূমির মধ্যে জল ও খাদ্য যুগিয়ে ছিলেন।

- ঈশ্বর খাবার জন্য স্বর্গ থেকে মান্না যুগিয়েছিলেন। যাত্রাপুস্তক ১৭ঃ১-৭
- ঈশ্বর শৈল থেকে জল যুগিয়েছিলেন। ২০ঃ১-১২

নতুন নিয়ম ঃ যীশু জীবনের রুটি (তাঁর নিজ দেহ) এবং জীবন জল (পবিত্র আত্মা) যুগিয়েছেন বিশ্বাসীদের জন্য।

- যীশু অলৌকিক ভাবে ৫০০০ লোককে আহার দিয়েছিলেন; এবং পরবর্তী কালে স্বর্গ হতে প্রেরিত নিজ মাংসকে রুটি হিসাবে দিয়েছিলেন অনন্তজীবন লাভের নিমিত্তে, যা অনেককে বিঘ্ন পাইয়েছিল। যোহন ৬
- যীশু আমাদের মধ্যে বাস করার জন্যে, যোহন ৭ঃ৩৭-৩৯, এবং পরামর্শ দেবার জন্যে, যোহন ১৪ঃ১৫-২৬, ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে পাঠাগার প্রতিজ্ঞা করেছেন।

আমাদের সাড়াদান ঃ স্বর্গ থেকে প্রকৃত রুটির অন্বেষণ কর, বস্তু সামগ্রী নয় সম্পর্ক এবং ঈশ্বরের আত্মাকে গ্রহণ কর। (মথি ৬ ৩১-৩৪; যোহন ২০ঃ২১-২৩)

ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য মেষপালকের ব্যবস্থা করেছিলেন। (সম্বন্ধ প্রাচীনবর্গ, যিথ্রো)

পুরাতন নিময় ঃ পুরাতন নিয়মে লোকদের পালন করার জন্য ঈশ্বর প্রাচীনদের মেষপালক রূপে নিযুক্ত করেছিল। যাত্রাপুস্তক ১৮ঃ২-২৭

নতুন নিয়ম ঃ মণ্ডলীর পালকদের জন্য যীশু প্রাচীন বর্গকে মেষপালক রূপে নিযুক্ত করেছিলেন, প্রেরিত ১৪ (২৩ পদ দেখ)

আমাদের সাড়াদান ঃ যে সমস্ত পরিচর্য্যা ক্ষেত্রগুলিতে দক্ষ নেতৃত্বের অভাব আছে,সেসব ক্ষেত্রে মণ্ডলী স্থাপনকারীদের, প্রাচীনদের নিযুক্ত করুন (তীত ১ঃ৫-৯)।

- ঈশ্বরের মণ্ডলীতে যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ আমাদের দেখাশুনা করেন, আমরা তাদের বাধ্য হই। (ইব্রীয় ১৩ঃ১৭)

দশ আজ্ঞা (সম্বন্ধ পুরাতন চুক্তি, নতুন চুক্তি, যীশুর আজ্ঞা সমূহ, ব্যবস্থা)

পুরাতন নিয়ম ঃ ঈশ্বর প্রস্তরের উপর দশ আজ্ঞা খোদিত করেছিলেন - যা ছিল ইস্রায়েলীদের আচরণ বিধি। যাত্রা পুস্তক ১৯-১২;৩১ঃ২৮

- ঈশ্বর একটি নতুন নিয়মের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাঁর নিয়ম সমূহ প্রস্তরের উপর নয় কিন্তু মানুষের হৃদয় মধ্যে খোদিত থাকবে। যিরমিয় ৩১ঃ৩১-৩৪

- যারা পুরাতন নিয়মের বিধি লঙ্ঘন করেছিল তাঁদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। গণনাপুস্তক ২৫ঃ১-১১

নতুন নিয়ম ঃ যীশু তাঁর আজ্ঞা আমাদের মানতে বলেছেন যা আমাদের নতুন নিয়মে আচরণ বিধি, মথি ২৮ঃ১৮-২০।

- যীশু হলেন ভিত্তি প্রস্তর। তার বাক্যের প্রতি বাধ্যতা হল ইহার উপর নির্মাণ করা, মথি ৭ঃ২৪-২৯
- প্রথম মণ্ডলী যীশুর যাবতীয় আজ্ঞা সকলকে সঠিক ভাবে পালন করেছিল। প্রেরিত ২ঃ৩৭-৪৭
- তারা অনুতাপ করেছিল বিশ্বাস করেছিল এবং পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হয়েছিল। মার্ক ১ঃ১৫; যোহন ৩ঃ১৬; ২০ঃ২২

তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল এবং একটি সম্পূর্ণ নতুন শুরু করেছিল। মথি ২৮ঃ১৮-২০

তারা পরস্পরের প্রেম করত, যা তাদের পরস্পরের প্রতি যত্ন এবং সহভাগীতার মধ্যে দিয়ে পরিলক্ষিত হয়েছিল। প্রেম ঈশ্বর আমাদের প্রতেবেশী, অভাবী এবং শত্রুগণকে ব্যবহারিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছিল (ক্ষমা), মথি ২২ঃ৩৬-৪০ যোহন ১৩ঃ৩৪-৩৫;লুক ১০ঃ২৫-৩৭; মথি ৫ঃ৪৩-৪৮

তারা রুটি ভেঙ্গে ছিল (সহভাগীতা, যা আমাদের আরাধনারই অঙ্গ) মথি ২৬ঃ২৬-২৮, যোহন ৪ঃ২৪।

তারা প্রার্থনা করেছিল (ব্যক্তিগত এবং পরিবারগত আরাধনা ও মধ্যস্থতাকারী এবং আধ্যাত্মিক যুদ্ধ এর অর্ন্তভুক্ত), যোহন ১৬ঃ২৪

তারা দান করেছিল। (আমাদের অর্থ, প্রতিভা এবং সময়ের উপর ধনাধক্ষ্যতা এর অর্ন্তভুক্ত), লুক ৬ঃ৩৮

তারা শিষ্য তৈরী করেছিল। (যীশুর জন্য সাক্ষ্য বহন করা, মেষপালকের কর্ম, বাক্য শিক্ষা, নেতাদের প্রশিক্ষণ এবং মিশনারী প্রেরণ এর অন্তর্ভূক্ত) মথি ২৮ঃ১৮-২০

- আমাদের জন্য যীশুর প্রধান আজ্ঞাগুলি হল ঈশ্বর এবং মানুষকে প্রেম করা, যা পুরাতন নিয়মের যাবতীয় আজ্ঞার মূল। মথি ২২ঃ৩৩-৪০
- যীশু ফরীশীদের তিরস্কার করেছিলেন। কারণ তারা ঈশ্বরের আজ্ঞা সমূহকে অবহেলা করে মানুষের তৈরী বিধি সমূহ লোকদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল, মার্ক ৭ঃ১-২৩; মথি ২৩

আমাদের সাড়াদান ঃ আমরা এখন পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত, যিনি পবিত্রতার ফল আমাদের মধ্যে উৎপন্ন করেন, (রোমীয় ৮ঃ৩-১৬; গালাতীয় ৫ঃ১৪-২৬)।

- আমরা পুরাতন নিয়মে মৃত্যুজনক ব্যবস্থার বৈধতা এড়িয়ে নতুন নিয়মের জীবন এবং স্বাধীনতা গ্রহণ করি (২ করিন্থীয় ৩ঃ৩-১৮)।
- পবিত্র আত্মা আমাদের পাপ সম্বন্ধে সচেতন করুন। যোহন ১৬ঃ৫-১৫

বিশ্রাম বার (বৈধতাবাদ, ব্যবস্থা)

পুরাতন নিয়ম ঃ ঈশ্বরের পুরাতন নিয়মে আরাধনা ও বিশ্রামের জন্য একটি বিশেষ দিন নিয়োজিত ছিল।

- বস্তু জগতের সমস্ত কিছু সৃষ্টি করার পর সপ্তম দিবসে বিশ্রামের কথা স্মরণ করে ঈশ্বর উক্ত দিনকে পৃথক করেছিলেন। যাত্রাপুস্তক২০ঃ ৮-১১।
- বিশ্রামবারে যে ব্যক্তি কাষ্ঠ সংগ্রহ করবে, তাঁকে ঈশ্বর হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। গননাপুস্তক ১৫ঃ৩০-৩৬।

নতুন নিয়ম ঃ ঈশ্বরের নতুন নিয়মে আরাধনার জন্য একটি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট আছে।

- নতুন এবং অনন্ত সৃষ্টিকে স্মরণ করে যীশু যেদিন পুণরুত্থিত হয়েছিলেন, সেই প্রথম দিনটিতে বিশ্বাসীরা আরাধনা করেছিল। প্রেরিত ২০ঃ৭
- যীশু নতুন নিয়মের ঘোষণা করেছিলেন, লূক ২২ঃ১৩-২০

আমাদের সাড়াদান ঃ আমরা নতুন নিয়মে অনুসরণ করি। এটা আমাদের মৃত্যুজনিত বিধির হাত থেকে মুক্ত করে। যা আমরা নিজেরা কখনই পূর্ণ করতে পারতাম না (২ করিন্থীয় ৩ঃ৬-৯)

- আমরা পুরাতন নিয়মের আইনবিধিকে উপেক্ষা করি, যা বিশেষ দিনসমূহের পালনের এবং ত্বকচ্ছেদের দাবী করে। (গালাতীয় ৪ঃ৮-১০; ৫ঃ৫-১৪)।
- যে কোনও দিনে আমরা আরাধনা করতে পারি (রোমীয় ১৪ঃ১-১৮)

প্রতিমাপূজা সম্বন্ধ হয়েছে (সম্বন্ধ স্বর্ণময় বাছুর, লোভ)

পুরাতন নিয়ম ঃ যাঁরা স্বর্ণময় বাছুরকে পূজা করেছিল তাদেরকে ঈশ্বর শাস্তি দিয়েছিলেন, যাত্রাপুস্তক ৩২।

নতুন নিয়ম ঃ শেষকালে ঈশ্বর প্রতিমার আরাধনাকারীদের ভয়ঙ্কর মহামারী দ্বারা শাস্তি দেবেন। প্রকাশিত বাক্য ৯ অধ্যায়।

আমাদের সাড়াদান ঃ লোভের অন্তর্ভূক্ত যে কোন প্রতিমার থেকে পলায়ন করবো (১ করি ১০ঃ১৪; কলসীয় ৩ঃ৫)।

অবিশ্বাসী ইস্রায়েলীয়রা ৪০ বছর যাবৎ প্রান্তরে ঘুরে বেরিয়েছিল (সম্বন্ধ অবাধ্যতা, প্রতিজ্ঞাত দেশ, আগ্রিপ্প)

পুরাতন নিয়ম ঃ ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ প্রতিজ্ঞাত দেশ দান করেছিলেন কিন্তু বিশ্বাসের অভাবে তারা তা অধিকার করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

- বারোজন চর দেশটির তথ্য অনুসন্ধান করেছিল। কিন্তু তাদের ভয়, তাদেরকে চল্লিশ বছর ধরে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য করেছিল গণনা পুস্তক ১৩-১৪ অধ্যায়

নতুন নিয়ম ঃ প্রেরিত পৌল রাজা আগ্রিপ্পকেপরিত্রাণের বার্তা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাতে বিশ্বাস করতে রাজী হননি, প্রেরিত ২৬ অধ্যায়

আমাদের সাড়াদান ঃ যাবত তাঁকে পাওয়া যায় আমরা তাঁর অনুসন্ধান করবো, যিশাইয় ৫৫ঃ৬-৭।

আবাস তাম্বু (সম্বন্ধ আবাস তাম্বু, মহাপবিত্র স্থান, যাজকত্ব, মহাযাজক, যীশু আমাদের মহা পুরোহিত)

পুরাতন নিয়ম ঃ মোশিকে ঈশ্বর একটি পবিত্র স্থান নির্মাণের জন্য আদেশ দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবেন।

- এই আবাস তাম্বু এবং যাজকদের বস্ত্র সম্বন্ধে ঈশ্বর মোশিকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাত্রাপুস্তক ২৫-৩১; ৩৫-৪০
- সমগ্র লেবীয় পুস্তকটি মহাপবিত্র স্থানে বলিসমূহ এবং যাজকদের কর্ম পদ্ধতির সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে।
- এই গৃহের তিনটি অংশ ছিল এবং প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা সজ্জারূপ ছিল, যা নিচে দেওয়া হল।

১। আরাধনাকারীদের নিমিত্ত ও বর্হিপ্রাঙ্গণ ঃ এর মধ্যে ছিল একটি হোমবেদী এবং যাজকদের হাত ধোয়ার জন্য একটি পাত্র, যাত্রাপুস্তক ৩৮। যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশের এবং তাঁর উৎসর্গের যা বলিদানের প্রয়োজনীয়তাকে দূর করে আমাদের অনন্ত পরিত্রাণের নিশ্চয়তা দান করে ছিল (ইব্রীয় ৯-১০), তারই সাদৃশ্য বহন করত এই হোম বেদী। হাত ধোয়ার পাত্রটি বাপ্তিস্মের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যেখানে সমস্ত বিশ্বাসীরা নিজেদেরকেধৌত করে নতুন নিয়মের যাজক হতে পারে।

২। পবিত্র স্থান যা ছিল কেবল মাত্র যাজকদের জন্য ঃ এর মধ্যে ছিল একটি টেবিল যার উপর উপস্থিতির রুটি (প্রভুর ভোজের প্রতীক) এবং একটি স্বর্ণময় দীপাধার যা সব সময় তৈল সহযোগে জ্বলন্ত থাকত (পবিত্র আত্মার প্রতীক) এবং একটি ধূপের বেদী (প্রার্থনার প্রতীক)।

৩। মহাপবিত্র স্থান ঃ বছরে মাত্র একবারই কেবলমাত্র মহাপুরোহিত এ স্থানে প্রবেশ করতে পারত। একটি বড় লোহিত পর্দা, যা খ্রীষ্টের মাংসের প্রতীক, অংশটিকে অন্যান্য ভাগ থেকে বিভক্ত করেছিল। এর মধ্যে ছিল নিয়ম সিন্দুক ও একটি স্বর্ণময় বাক্স, যার উপর একজন করূব (পবিত্র দূত) দণ্ডায়মান। ঈশ্বরের দৃশ্যমান উপস্থিতি এখানে পরিলক্ষিত হত; যা লোকেদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতিকে বোঝাত। যা যীশুর প্রতীকস্বরূপ।

- আবাসতাম্বুর বর্হিপ্রাঙ্গণে লোকেরা তাদের পাপের ক্ষণস্থায়ী প্রায়শ্চিত্তের জন্য পাপার্থক বলি উৎসর্গ করত। যাত্রাপুস্তক ২৯ঃ৩৬-৪১
- মহাপুরোহিতের সন্তানরা নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে রক্ত ছাড়া অগ্নি উৎসর্গ করার কারণে ঈশ্বর তাদের মৃত্যু দেন। লেবীয় ১০
- ঈশ্বরের লোকেদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বছরে মাত্র একবার মহাপুরোহিতমহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করত। লেবীয় ১৬
- প্রায় কয়ে শত বছর পর রাজা শলোমন প্রকাণ্ড বহনযোগ্য সমাগম তাম্বুর পরিবর্তে এক মহান উৎকর্ষতাপূর্ণ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, ১ রাজা ৫-৬ অধ্যায়।

নতুন নিয়ম ঃ তাঁর মৃত্যু পুণরুত্থান ও স্বর্গারোহণের মাধ্যমে মহাযাজকরূপে যীশু স্বর্গীয় আবাস তাম্বুতে প্রবেশ করেছেন ঃ

- মানুষ হয়ে এবং নির্যাতিত ও পরীক্ষিত হবার মাধ্যমে যীশু আমাদের জন্য সঠিক একজন মহাপুরোহিত হয়েছেন। ইব্রীয় ২ঃ১৪-১৮
- অনন্তকাল বাসকারী যীশু, পুরাতন মহাযাজক এবং সম্পর্কযুক্ত সমস্ত বলিদান এবং পরিচর্যা কাজ প্রতিস্থাপিত করেছেন। ইব্রীয় ৭-৯

আমাদের সাড়াদান ঃ নিশ্চয়তা প্রদানের সাথে অন্যান্য বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে আসি এবং উৎসাহ দান ও সুরক্ষা প্রদান করি। ইব্রীয় ১০

সব থেকে মহৎ আজ্ঞা — এক মাত্র সত্য ঈশ্বরকে প্রেম কর (সম্বন্ধ শিশুরা, বিবাহ)

পুরাতন নিয়ম ঃ ঈশ্বর এক-- আমাদের উচিত সর্বান্তকরণে তাঁকে প্রেম করা এবং আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে তাঁর নিয়ম বিধির প্রতি বাধ্য থাকতে নির্দেশ দেব, দ্বিতীয় বিবরণ ৬ঃ১-৯

নতুন নিয়ম ঃ যীশু বিবাহ সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং শিশুদের আশীর্বাদ করেন। মথি ৫ঃ৩১-৩২; ১৯ঃ১৩-১৫

আমাদের সাড়াদান ঃ স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের প্রেম করবে ও স্ত্রীদের উচিৎ স্বামীদের বশীভূত হবার। (ইফিষীয় ৫ঃ২১-৩৩)

- পিতামাতাকে মান্য করার জন্য পৌল ছোটদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং পিতাদের বলেছেন বিশ্বাসে তারা যেন তাদের সন্তানদের শাসন করেন। (ইফিষীয় ৬ঃ১-৪)

ভুতুড়িয়া বিদ্যা নিষেধ (সম্বন্ধ ঃ আত্মা, তন্ত্রবিদ্যা, মন্দ আত্মাদের যীশু পরাস্ত করেন, শয়তান, শয়তানের বিনাশ)

পুরাতন নিয়ম ঃ ঈশ্বর মোশিকে ভুতুড়িয়া বিদ্যার মৃত ব্যক্তিদের সাথে যোগেযোগ অথবা কথোপকথোন সম্পর্কে নিষেধ করেছিলেন। দ্বি বি ১৮ঃ৯-১২

- একটি যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে রাজা শৌল ঐনদোরের একজন ভুতুড়িয়ার কাছে জানতে চেয়েছিলেন এবং ঈশ্বর তার রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ছিলেন, ১ শমূয়েল ২৮ঃ৬-২৫; ১ শমূয়েল ৩১ অধ্যায়।

নতুন নিয়ম ঃ শয়তান সহ সমস্ত প্রকার মন্দ আত্মাদের যীশু পরাস্ত করেছেন।

- যীশু গাদারীয় লোকদের শূকরদের ও আরও অনেকের মধ্যে থেকে বহু মন্দ আত্মা বের করেন। মথি ১২ঃ২২-৩২; ৮ঃ২৮-৩৪
- শেষ কালে খ্রীষ্ট শয়তান এবং তার রাজত্বকে ধ্বংস করে দেবেন চিরকালের জন্য। প্রকাশিত বাক্য ১২; ২০ঃ১-১০

আমাদের সাড়াদান ঃ সমস্ত রকম ভুতুড়িয়া বিদ্যাকে সরিয়ে রেখে, ভূতগ্রস্ত লোকের সুস্থতার জন্য যীশুর কাছে প্রার্থনা করব। গালাতীয় ৫ঃ১৯-২১; লুক ১০ঃ৯

অগ্নি দ্বারা পরীক্ষা (সম্বন্ধ স্বর্গের ধন, স্বর্গ)

পুরাতন নিয়ম ঃ তাঁর পবিত্র শিবিরে ঈশ্বর যুদ্ধের থেকে লুটিত অপবিত্র দ্রব্য সামগ্রী আনতে নিষেধ করেছিলেন। অলঙ্কার এবং দামী লৌহময় দ্রব্য সমূহকে অগ্নির মধ্যে চালনা করার মাধ্যমে পরীক্ষা সিদ্ধ করা হয়েছিল গণনাপুস্তক ৩১ অধ্যায়।

নতুন নিয়ম ঃ ঈশ্বর সাবধান করে বলেন যে আমরা কখনোই নিষিদ্ধ দ্রব্য স্বর্গে নিয়ে যেতে পারিনা; অগ্নির দ্বারা আমাদের কাজ সকল পরীক্ষিত হবে। ১ করিন্থীয় ৩ঃ১০-১৫

- ধনী মূর্খের উপমার দ্বারা যীশু লোভ এবং ধনের প্রতি আসক্তির বিষয়ে সতর্ক করেছিল। (লুক ১২ঃ১৪-৩১)

আমাদের সাড়াদান ঃ পৃথিবীর পরিবর্তে স্বর্গে ধন সঞ্চয় করব। (মথি ৬ঃ১৯-২১)

বিলিয়মের আশীর্বাদ (সম্বন্ধ বালাম, লোভ, ভোগ্যপণ্যবাদ ধনাদি)

পুরাতন নিয়ম ঃ কেউ কেউ তাদের ধনকে ঈশ্বরের সেবার্থে ব্যবহার করেছেন। অন্যরা এর লোভে ভুল ভাবে প্রলুব্ধ হয়েছে অথবা এর স্বার্থপর ব্যবহার করেছে।

- ইস্রায়েলকে অভিশাপ দেবার জন্য বালাক। বিলিয়ামকে অর্থ দিয়েছিলেন। ঈশ্বর গাধা এবং অন্যান্য উপায়ের দ্বারা রালামডে বাধ্য করেছিলেন বিলিয়ামকে আশীর্বাদ করতে। গণনাপুস্তক ২২-২৪
- ধনী নাবল স্বার্থপরতার সাথে দায়ুদের ক্ষুধার্ত সৈন্যদের আহার দিতে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ছিলেন। ১ শমূয়েল ২৫
- বাবিলের বার্তাবাহকদের রাজা হিষ্কীয় তাঁর সমস্ত রাজকীয় ধন সম্পত্তি দেখিয়ে ছিলেন - এবং তা হারিয়ে ছিলেন। ২ রাজাবলি ২০ঃ১২-১৯
- রাজা শলোমনের প্রচুর ধন সম্পত্তি ও অগণিত স্ত্রী ছিল এবং তিনি যাবতীয় সুখাভিলাষের আস্বাদন করেছিলেন, কিন্তু তিনি দেখেছিলেন তা সবই অসার। উপদেশক ২ঃ১-১১

নতুন নিয়ম ঃ যীশু ধন সম্পত্তিতে নিমজ্জিত হতে সাবধান করেছেন তাঁর স্বার্থপর ধনী লোকের উপমার মধ্য দিয়ে যে নরকে গিয়ে চেতনা প্রাপ্ত হয়েছিল। লুক ১৬ঃ১৯-৩১

আমাদের সাড়াদান ঃ ধনী বিশ্বাসীরা অথবা যারা ধনের আকাঙ্খা করে তাদের প্রতি ঈশ্বর সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে এটা আমাদের ব্যাথার কারণ হয়ে উঠতে পারে। (যাকোব ৫ঃ১-৬)

বর্তমান একই ঘটনাবলী যা ইস্রায়েলের বিচারকর্ত্তৃগণের সময়ে ঘটেছিল।

যিহোশূয় প্রতিজ্ঞাত দেশ অধিকার করেছিলেন (সম্বন্ধঃ যুদ্ধ, মণ্ডলী স্থাপন, মিশনারী)

পুরাতন নিয়ম ঃ পরজাতীয়, যারা প্রতিজ্ঞাত দেশ অধিকার করেছিল তাদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করে যিহোশূয় ঈশ্বরের পক্ষে উক্ত দেশ অধিকার করেছিলেন।

- ঈশ্বর যিহোশূয়কে সাহসী হতে আদেশ দিয়েছিলেন এবং প্রতিমাপূজাকারী জাতীকে প্রতিজ্ঞাত দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলেন। যিহোশূয় ১ঃ১-১১

- পরজাতীয়দের নগর যিরীহোর পতন। যিহোশূয় ৬
- একজন বিশ্বাসঘাতকের প্রতিমাপূজার কারণে যিহোশূয়ের বাহিনীকে ঈশ্বর সাময়িক ভাবে পরাস্ত হতে দিয়েছিলেন। যিহোশূয় ৭-৮
- প্রতিজ্ঞাত দেশ অধিকারার্থে যিহোশূয় কিছু শক্তিশালী রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। যিহোশূয় ৯-১১

নতুন নিয়ম ঃ পরজাতীয় দেশগুলিকে সুসমাচার পৌঁছানোর মাধ্যমে শয়তানকে পরাস্ত করে উক্ত জাতী সমূহকে ঈশ্বরের জন্য জয় করেছেন।

- আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলী সর্বপ্রথম দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে মিশনারী নিযুক্ত ও প্রেরণ করেছিলেন। প্রেরিত ১৩ঃ১-৩
- দূরবর্তী দেশে বসবাসকারী এবং ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে পৌল ও বার্ণবা দীর্ঘ সময়ের জন্যে মিশনারী হিসাবে গমন করেছিলেন। প্রেরিত ১৩-১৪; ১৬-২১
- কারাবরণের সম্ভবনা সত্ত্বেও পৌল যীশুকে যিহুদী নেতৃবন্দ এবং সন্দেহবাদী রাজা ফীষ্ট এবং আগ্রিপ্পোর কাছে প্রচার করেছিলেন। প্রেরিত ২০-২৬

আমাদের সাড়াদান ঃ ঈশ্বর আপনাকে যে প্রেরিতদের দিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রগুলিতে মিশনারী হিসাবে প্রেরণ করব।

- সারা পৃথিবী ব্যাপী ঈশ্বরের রাজ্যের বিস্তারের মাধ্যমে বর্তমানের প্রেরিতগণ শয়তানকে দূরীকৃত করে চলেছে। (প্রকাশিত বাক্য ১৫ঃ৪)
- সাহসের সাথে ঈশ্বরের শত্রুদের মোকাবিলা করুন এবং এর জন্য যে তাড়নাসমূহ আছে তা সহ্য করুন। (মথি ১০ঃ১৬-৪২)

ইস্রায়েলের ঈশ্বরের দ্বারা পরজাতীয়রা আশীর্বাদি হয়েছে। (সম্বন্ধ- রাহব বিদেশীদের ঈশ্বরের রাজ্যে আনায়ন, খ্রীষ্ট মণ্ডলীর সমস্ত জাতির মধ্যের বিরাজতা)

পুরাতন নিয়ম ঃ বিশ্বস্ত বিদেশীগণের ইস্রায়েলের অন্তর্ভুক্তি করণের জন্য ঈশ্বর দ্বারা তাদের আনায়ন।

- বিশ্বাসে কনানীয় বেশ্যা রাহব ঈশ্বরের চরদের লুকিয়ে রেখে ছিল এবং সে কারণে যিরীহোর পতনের সময় তার প্রাণ রক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিল। যিহোশূয় ২; ৬ঃ১৭
- তাঁর শাশুড়ী নয়মীর প্রতি ভালোবাসার কারণে মিদিয়োনীয় বিধবা রূত ইস্রায়েলে এসে ছিলেন এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন। রূত ও নয়মি উভয় নামই খ্রীষ্টের বংশাবলীতে উল্লেখিত হয়েছে - রূত ছিলেন মহান রাজা দায়ুদের মত মহিত, (রূত- একটি সুন্দর প্রেমের গল্প)
- সিরিয় সৈন্য প্রধান নামান নিজের অহংকারের সাথে যুদ্ধ সমাপনান্তে যর্দন নদীতে ডুব দিয়েছিলেন এবং ঈশ্বর তার কুষ্ঠ রোগের সুস্থতা দান করেছিলেন। ২ রাজাবলি ৫

নতুন নিয়ম ঃ খ্রীষ্টের মণ্ডলী সমস্ত জাতীর মধ্যে বিরাজমান।

- একজন সিদোনীয় মহিলার বিশ্বাসকে যীশু পরীক্ষা করেছিলেন এবং তাকে পুরস্কৃত করেছিলেন। মথি ১৫ঃ২১-২৮
- যীশু একজন রোমীয় শতপতির ভৃত্যকে তার বিশ্বাসের জন্য, সুস্থ করেছিলেন। লুক ৭ঃ১-১০
- বিভিন্ন জাতীর মধ্যে পৌল মিশনারী যাত্রা করেছিলেন। প্রেরিত ১৩-১৪; ১৭-২০

আমাদের সাড়াদান ঃ যীশু সমস্ত জাতীর লোকবৃন্দের মাঝে সুসমাচার প্রচার এবং তাদেরকে শিষ্য করার জন্য আমাদের আদেশ দিয়েছেন। মথি ২৮ঃ১৮-২০; লূক ২৪ঃ৪৬-৪৮

দূর্বলতার মাঝেও গিদিয়োন শক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। (সম্বন্ধ গিদীয়োন, দায়ুদ দ্বারা গলিয়াত বধ। পিতরের অস্বীকার, আধ্যাত্মিক যুদ্ধ)

পুরাতন নিয়ম ঃ শক্তিশালী লোকদের পরাস্ত করার জন্য ঈশ্বর পুরাতন নিয়মে দুর্বলদেরই ব্যবহার করেছিলেন।

- গিদিয়োন ৩০০ জন সৈন্য নিয়ে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য নির্দেশ অনুসরণ করার দ্বারা বৃহৎ সৈন্য বাহিনীকে পরাস্ত করেছিলেন। বিচারকর্ত্তগণ ৬-৭
- মেষপালক দায়ুদ পলেষ্টীয় দৈত্যকে পরাস্ত করেছিলেন। ১ শমূয়েল ১৭

নতুন নিয়ম ঃ নতুন নিয়মে ঈশ্বর ত্রুটিপূর্ণ এবং দুর্বল ব্যক্তিদেরকে বেছে নিয়েছিলেন বৃহৎ কাজ করার জন্যে।

- পিতরের অস্বীকার সত্ত্বেও যীশু তাকে পবিত্র আত্মা গ্রহণের পর শক্তিশালী রূপে ব্যবহার করেছিলেন। মথি ২৬ঃ৩১-৩৫;২৬ঃ৬৯-৭৫

আমাদের সাড়াদান ঃ আমাদের পাপ ও দুর্বলতা সমূহ ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করি।

- মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও বিত্তের উপর নয় কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমতার উপর ভরসা করুন (১ করিন্থীয় ১-২)
- শক্তির জন্য প্রার্থনা করুন যেমন পৌল করেছেন, ''খ্রীষ্টের শক্তির গুণে সমস্তই করতে পারি'' (ফিলিপীয় ৪ঃ১৩)
- ঈশ্বর প্রদত্ত আত্মিক যুদ্ধ সন্ধা এবং অস্ত্রের মাধ্যমে আত্মিক যুদ্ধ করুন, (ইফিষীয় ৬ঃ১০-১৮)

রুত (সম্বন্ধমহিলা নেতৃবৃন্দ, শ্রদ্ধাশীলা মহিলাগণ)

পুরাতন নিয়ম ঃ রুত দেবোরা এবং ঈষ্টেরের মত বিশ্বস্তা মহিলাদেরকে তাঁর কাজ করার জন্য ঈশ্বর সবলতা দিয়েছিলেন।

- ইস্রায়েলের মুক্তির জন্য দেবোরা নির্ভীকতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। বিচারকত্তৃগণ ৪-৫ রুত এবং ইষ্টের পুস্তক দুটিও দেখ।

নতুন নিয়ম ঃ বিশ্বস্তা মহিলাদের নতুন নিয়মে যীশু তাঁর কাজ করার জন্য সবলতা দান করেছিলেন।

- মরিয়ম প্রভুর দাসী হতে রাজী হয়েছিলেন এবং প্রশংসার একটি অনবদ্য প্রার্থনা সঙ্গীত গেয়েছিলেন। লূক ১ঃ২২-৫৬
- প্রিষ্কীল্লা তাঁর স্বামীর সাথে তাম্বু স্থাপনের মাধ্যমে কিছু মণ্ডলীকে সাহায্য করেছিলেন এবং আপোল্লোর তত্ত্বাবধান করেছিলেন। (প্রেরিত ১৮)
- গরীবদের জন্য দর্কা জামা কাপড় তৈরী করেছিল। (প্রেরিত ৯ঃ৩৬-৪৩)

আমাদের সাড়াদান ঃ

- ধর্মপ্রাণা বিশ্বস্ত মহিলাদের প্রশংসা সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করব। (হিতোপদেশ ৩১ঃ১০-৩১ ইফিষীয় ৫ঃ২১-৩৩)
- খ্রীষ্টের পরিচর্য্যা কাজ করার জন্য খ্রীষ্টীয় মহিলাদেরকে উৎসাহিত করার যার জন্য ঈশ্বর তাদেরকে বিভিন্ন তালন্ত দিয়েছেন। (উদাহরণঃ ফিলিপের মেয়ে, প্রেরিত ২১ঃ৮-৯)

পলেষ্টীয়রা পবিত্র নিয়ম সিন্দুক হরণ করেছিলেন (এর সাথে যুক্ত - শাস্তি, যাতনা, নিয়ম সিন্দুক, স্তিফান, তাড়না ও সাক্ষ্যমর)

পুরাতন নিয়ম ঃ তাঁর অবাধ্য সন্তানদের শাস্তি দেবার জন্য ঈশ্বর মন্দ লোকদের হাতে ইস্রায়েলীয়দের শাস্তি পেতে দিয়েছিলেন এবং ধার্মিক ব্যক্তিদেরও তিনি তাদের নিজমঙ্গলের দুঃখভোগ করতে দিয়েছিলেন।

- কেমন ভাবে ঈশ্বরের সন্তানগণ প্রতিমা পূজাতে এবং অন্যান্য পাপে আসক্ত হয়েছিল এবং কিরূপে ঈশ্বর পরজাতীয়দের দ্বারা তাদের নির্যাতিত হতে দিয়েছিলেন তারই উদাহরণ আমরা বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণে। যখন তার অনুতপ্ত হত, তখন ঈশ্বর একজন নিস্তার কর্ত্তার দ্বারা তাদেরকে উদ্ধার করতেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বাধ্য থাকত ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের শান্তিতে রাখতেন। এইভাবে এই প্রক্রিয়া আবর্তিত হত।
- শিমশোনের নৈতিক দুর্বলতা সত্ত্বেও ঈশ্বর তাকে, প্রতিমা পূজাকারী পলেষ্টীয়দের হাত থেকে ইস্রায়েলেয়দের মুক্ত করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ ১৪-১৬
- পলেষ্টীয়রা ঈশ্বরের নিয়ম সিন্দুক বন্দী করে মৎস দেবতা দাগোনের গৃহে রেখেছিল। তৃতীয় দিবসে দাগোনের মাথা ভেঙ্গে গেছিল। ঠিক যেমন ভাবে যীশু পুরাতন সর্প পূর্বের যে মৃত্যু সাম্রাজ্যে শয়তানের প্রবেশ করেছিলেন এবং তার মস্তক চূর্ণ করে পুনুরুত্থানের দ্বারা বন্দীদের মুক্ত করেছিলেন। কোনও মানুষের পরিচালনা ছাড়াই গাভীরা নিয়ম সিন্দুক ইস্রায়েলে পৌঁছে দিয়ে ছিল। ঠিক যেমন ভাবে বিজয়ী খ্রীষ্ট পুনুরুত্থান ও মহিমায় উন্নীত হবার পর তাঁর শিষ্যদের কাছে প্রকাশিত হয়েছিলেন ১ শমূয়েল ৪-৬।
- ধার্মিক ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও ইয়োব করুণ ভাবে দুঃখভোগ করেছিলেন। ঈশ্বরকে প্রশ্ন করলেও, ইয়োব কখনোই তাঁর পথকে ত্যাগ করেননি, ইয়োব ১-৪২। (এটি একটি বড় ঘটনা হবার ফলে এটিকে সংক্ষেপে অথবা ভাগে ভাগে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। প্রধান অধ্যায় গুলি হল ইয়োব ১-৪ এবং ৪০-৪২)

নতুন নিয়ম ঃ ঈশ্বর বর্তমানে আমাদেরকে যাতিত হতে দেন যাতে পরে আমরা তাঁর মহিমার সহভাগী হতে পারি। যারা তাঁরা সন্তানদের যাতনা দেয়। ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেন ঃ

- রাজা হেরোদ যোহন বাপ্তাইজককে শিরঃছেদ স্তিফানকে যাকোব সহ অন্যান্যদের হত্যা করলেও পরবর্তী কালে তিনি কীট দ্বারা ভক্ষিত হয়ে ছিলেন। প্রেরিত ১২
- অবিশ্বাসী যিহুদীরা যিরুশালেমে স্তিফানকে পাথর মেরে হত্যা করেছিল এবং বিশ্বাসীদের নির্যাতন করেছিল, যার ফলে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এই ভাবে সুসমাচারও ছড়িয়ে পড়েছিল, যা ছিল অনেকের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। (প্রেরিত ৭-৮)
- প্রেরিত পৌল যিহুদীদের কাছ থেকে প্রস্তরাঘাত ও মারধোর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, লুণ্ঠিত হয়েছিলেন ও তাঁর জাহাজ ভগ্ন হয়েছিল। (২ করিন্থীয় ১১ঃ২২-৩৩; প্রেরিত ২৭-২৮)

আমাদের সাড়াদান ঃ খ্রীষ্টের জন্য যখন আমরা যাতিত হই তখন আনন্দিত হই কারণ আমাদের পুরষ্কারের মহিমা মহৎ হবে। (১ম পিতর ৪ঃ১২-১৯)

- এ জগতে আমরা যাচিত দুঃখ করি কারণ ইহা খ্রীষ্টকে ঘৃণা করেছিল এবং আমাদেরও ঘৃণা করে, কিন্তু আমরা পুরস্কৃত হব। (যোহন ১৫ঃ১৮-২৭; রোমীয় ৮ঃ১৭-৩৯)
- যীশু আমাদের যে ক্রুশ দিয়েছেন, আমরা তা বহন করব (লূক ৯ঃ২২-২৬)

ইস্রায়েলের রাজাদের সময়ের ঘটনাবলী এবং পরবর্তীকালের একই ঘটনাসমূহ

ঈশ্বর ইস্রায়েলের নেতাদের তৈরী করেছিলেন (সম্বন্ধ শমূয়েল, হান্না, এলিয়, রাজা পৌল, যিশাইয়, প্রেরিতগণের প্রস্তুতি)

পুরাতন নিয়ম ঃ বিভিন্ন প্রকারে ঈশ্বর, যোষেফ, মোশি এবং দানিয়েলের মত তাঁর নেতা ও ভাববাদীদের তৈরী করেছিলেন।

- ঈশ্বরের লোকদের সেবার্থে মোশি মিশরীয় রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য ত্যাগ করেছিলেন ও লজ্জা বিদ্রূপ সহ্য করেছিলেন। (ইব্রীয় ১১ঃ২৪-২৮)
- ঈশ্বরের সেবার্থে হান্না তাঁরা সন্তান শমূয়েলকে মহাযাজক এলিয়র কাছে দিয়ে দিয়েছিলেন। শমূয়েল এলিয়র জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকেবিস্ময়কর বার্তা পেয়েছিলেন ।(১ শমূয়েল ১-৩)
- কি ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে সতর্ক করা সত্ত্বেও ইস্রায়েলীয়রা শমূয়েলের কাছে একজন রাজার অভিষেকের জন্য প্রার্থনা করেছিল, যে তাদের নেতৃত্ব দেবে। কিন্তু জোর করার ফলে তিনি শৌলকে যিনি একজন বলবান বীর এবং লোকদের প্রীতির ছিলেন, রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করে ছিলেন। ১ শমূয়েল ৮-১০
- শৌল দক্ষ ভাবে রাজত্ব করেছিলেন এবং ইস্রায়েলের অনেক শত্রুকে ধ্বংস করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি কিছু মারাত্মক ভুল করেছিলেন। ১ শমূয়েল ১১-১৫
- মোশির মত দায়ুদও ছোটবেলায় তাঁর পিতা যিশয়ের মেষপালনের দ্বারা একজন উত্তম মেষপালক হবার শিক্ষা নিয়েছিলেন। ১ শমূয়েল ১৬; ১৭ঃ৩৩-৩৭
- দায়ুদ একজন বলবান বীর হয়ে ওঠার কারণে রাজা শৌল ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে পলায়ন করতে এবং আত্মগোপন করতে বাধ্য করেছিলেন। ঈশ্বর এর দ্বারা দায়ুদকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও ভরসা রাখতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। (যা বেশীভাগ গীতসংহীতা থেকে প্রকাশ পায়)। ১ শমূয়েল ১৮-৩১। এই অধ্যায়গুলি অনেক যুদ্ধের গল্পে পূর্ণ।
- ঈশ্বরের মন্দিরের যিশাইয় ঈশ্বর সম্মন্ধে একটি ভয়ঙ্কর দর্শন পেয়েছিলেন এবং নিজেকে এত নীচ পাপী গণ্য করেছিলেন যে তিনি পতিত হয়ে গেছিলেন। যিশাইয় ৬
- যিরমিয় অনেক কিছু সহ্য করেছিল। যার মধ্যে যিরূশালেম ধ্বংস হবে এই ভবিষ্যত বাণী করার ফলে তাঁকে কূপে ফেলে দেবার মত ঘটনাও আছে। যিরমিয় ৩৮

নতুন নিয়ম ঃ ঈশ্বর নতুন নিয়মে তাঁর নেতাদের প্রস্তুত করেছিলেন।

- পিতর সহ অন্যান্য ১১ জন আসল প্রেরিতগণ যীশুর সাথে তিন বছর ছিলেন। মার্ক ৩ঃ১৩-১৯
- প্রেরিতত্বের কার্যাবলী শুরুর আগে পৌল বহু যাতনা সহ্য করেছিলেন এবং আরবে সময় কাটিয়ে ছিলেন। গালাতীয় ১ঃ১১-২৪

আমাদের সাড়াদান ঃ ঈশ্বরের সেবা করার জন্য আমরা নিজেদেরকে সঠিক ভাবে তৈরী করবো। যার জন্য উৎসর্গও অন্তর্ভূক্ত থাকবে

- এই প্রস্তুতির অন্তর্ভূক্ত বিষয় হল ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ণ এবং আপনার পরিবারকে, আপনার লোকদের এবং নতুন নেতাদের শিক্ষা দান (২ তীম ২ঃ২)।

ইস্রায়েলের উত্তম রাজাগণ (সম্বন্ধ দায়ুদের উত্তমরাজত্ব, শলোমন, বাধ্যতা, শিবার রাণী, ইস্রায়েলের উত্তম রাজাগণ, প্রজাগণ।)

পুরাতন নিয়ম ঃ যখন ইস্রায়েলীয়রা বাধ্য হয়েছিল এবং মূর্ত্তি পূজা থেকে ফিরেছিল তখন ঈশ্বর দায়ুদ ও শলোমনের মত উত্তম নেতাদের দ্বারা তাদের শাসিত হতে দিয়েছেলন এবং যখন তারা মূর্ত্তিপূজা করতে শুরু করেছিল তখন মন্দ রাজাদের দ্বারা তাদের নিষ্ঠুর ভাবে শাসিত হতে দিয়েছিলেন। বেশীর ভাগ রাজারাই মন্দ ছিল।

- ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রজ্ঞা যাএঞা করার দ্বারা শলোমন তাঁর রাজত্ব করা শুরু করেছিলেন। তাঁর বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত এমনকি দূরবর্তী জায়গায় বাস কারী লোকদেরও আকৃষ্ট করেছিল। ১ রাজা ৩;৪ঃ২১-৩৪
- শলোমন ঈশ্বরের গৃহ তৈরী করেছিলেন এবং নিয়ম সিন্দুক মহাসমারোহ এবং উদ্দীপনার সাথে তাতে স্থাপন করেছিলেন। ১ রাজাবলি ৮
- শিবা দেশের রাণী বহুদূর থেকে শলোমনের উৎকর্ষতা দেখতে এসেছিলেন এবং তাঁর প্রজ্ঞা এবং ঐশ্বর্য দেখে আশ্চর্য

হয়েছিলেন। ১ রাজাবলি ১০ঃ১-১৩

- শলোমনের রাজত্বকালে ইস্রায়েলের ব্যাপক প্রতিপত্তি ও উন্নতি হয়েছিল। ১ রাজাবলি ১০ঃ২২-২৯
- যিহোশাফট যাবতীয় মূর্ত্তি দূর করে ছিলেন এবং সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বরের বিধি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। ২ বংশাবলি ১৭-১৮
- বালক রাজা যোশিয় সমস্ত মন্ত্রণাদাতাদের ঈশ্বরের বিধির সূচী তৈরী করে দিয়েছিলেন এবং আধ্যাত্মিক জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। ২ রাজাবলি ২২-২৩
- আশা এবং উজ্জীয়র মত হিস্কীয় রাজা যিহুদা রাজ্যের ঐশ্বর্য সাধন ঘটিয়েছিলেন। ২ বংশা ২৯-৩২

নতুন নিয়ম ঃ যখন লোকেরা তাঁর বাক্যকে এবং পবিত্র আত্মার নির্দেশনাকে অনুসরণ করত তখন ঈশ্বর উত্তম নেতৃবৃন্দদের দ্বারা তাঁর মণ্ডলীকে পরিচর্য্যা করতে দিয়েছিলেন।

- ক্রীত দ্বীপের নতুন মণ্ডলীর পরিচর্য্যার জন্য পৌল তাঁর শিক্ষনবীশ তীতকে নির্দেশ দিয়েছিলেন দক্ষ প্রাচীনদের নিযুক্ত করার জন্য। তীত ১ঃ৫-৯

ইস্রায়েলের ভাববাদীগণ (সম্বন্ধ সতর্কীকরণ, ইলিশা, আহাব, বলি, অনুশোচনা, ভণ্ড নেতৃবৃন্দ)

পুরাতন নিয়ম ঃ মন্দ রাজাগণদের সতর্ক করার জন্য ও লোকদের অনতাপ করানোর জন্য ঈশ্বর ভাববাদীদের প্রেরণ করেছিলেন।

- শলোমনের মূর্খ সন্তান রহোবিয়াম প্রজাদের উপর থেকে করের গুরু ভার কমাতে অস্বীকার করেছিলেন যার কারণে যারবিয়ামের এবং অন্যান্য উত্তরীয় গোষ্ঠীর লোকেরা আলাদা হওয়ার জন্য প্ররোচিত হয়েছিল - যারফলে বিভক্ত রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল উত্তরে ইস্রায়েল এবং দক্ষিণে যিহুদী রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ১ রাজাবলী ১২
- উত্তরে স্থিত ইস্রায়েলের প্রথম রাজা যারবিয়াম ভাববাদীদের সতর্কীকরণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং দুষ্ট মূর্ত্তি পূজা শুরু করেছিলেন। ১ রাজাবলী ১৩
- যারবিয়ামের মন্দ উদাহরণকে অনেক রাজা অনুসরণ করেছিলেন। আহাব প্রায় সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের মূর্ত্তি পূজাতে অনুমোদন দান করেছিলেন। কিন্তু এলিয় ভাববাদী ঈশ্বর যে সত্য জীবন্ত এবং জড় মূর্ত্তির থেকে বেশী ক্ষমতাবান তা প্রমাণ করার জন্যে অনেক আশ্চর্য্য কাজ করেছিলেন। এলিয় একজন বিধাবার সন্তানকে সুস্থ করেছিলেন। ১ রাজা ১৭

একটি প্রতিযোগীতায় মোকাবিলায় অংশগ্রহণের জন্য এলিয় ভাববাদী বালদেবের সমস্ত ভাববাদীদের এবং আহাবকে কর্মিল পর্বতে ডেকেছিলেন। ১ রাজা ১৮

এলিয় ভাববাদী একাকীত্বের নিঃসঙ্গতা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের দূতগণ দ্বারা সেবিত হয়েছিলেন। ১ রাজাবলি ১৯

সবথেকে মন্দ রাজা আহাবকে অনতাপ করার জন্য প্রত্যয় জুগিয়ে ছিলেন এলিয়। ১ রাজা ২১

মীখা ভাববাদীর ভাববাণী চূড়ান্ত ভাবে প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা আহাব নিজের নির্মম মৃত্যুকে ডেকে এনেছিলেন। ১ রাজাবলি ২২

দুষ্টু রাজা অহসিয়ের বার্তাবাহকদের উপর স্বর্গ থেকে অগ্নি নামিয়ে এনেছিলেন এলিয়। ২ রাজা ১

একটি অগ্নিরথে এলিয়কে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু ঈশ্বর তার শিক্ষানবীশ ইলিশায়কে তার শক্তিতে অভিষিক্ত করেছিলেন। ২ রাজা ২

ইস্রায়েলের রাজা যোরামকে আশ্চর্যজনক ভাবে মোয়াবীয় সেনাগণকে পরাস্ত করতে সামর্থ যুগিয়েছিলেন ইলিশায়। ২ রাজা ৩

ঈশ্বরের ক্ষমতায় ইলিশায় একজন গরীব বিধবাকে তার ঋণ শোধ করতে সামর্থ দান করেছিলেন। ২ রাজা ৪

ঈশ্বরের শক্তিতে ইলিশায় সিরিয় সেনা প্রধান নামানকে তার কুষ্ঠ থেকে ধৌত করেছিলেন। ২ রাজা ৫

ঈশ্বরের শক্তিতে এলিয় অরাম দেশ থেকে আগত আগ্রাসী সেনাবাহিনীর পতন হতে বাধ্য করেছিলেন। ২য় রাজা ৭ঃ২৪-৩৩; ২ রাজা ৮

- যিরমিয় ঈশ্বরের শাস্তির ও যিরুশালেমের পতনের ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন। যদিও রাজা তাতে কর্ণপাত করেননি। ২ বংশা ৩৬ঃ১১-২৩;যিরমিয় ৩৬
- রাজাগণ এবং লোকবৃন্দ উত্তোরত্তর আরও দুষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং পরিশেষে যিরুশালেমের পতন ঘটেছিল। বহু লোককে ব্যবিলনে দাস হিসাবে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
- প্রথম মিশনারী যোনাকে অন্য জাতীর কাছে পাঠানো হয়েছিল; এবং যতক্ষণ না ঈশ্বর তাকে বাধ্য হবার জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঈশ্বরের আদেশের বিরোধিতা করেছিল। যোনার পুস্তক

নতুন নিয়ম ঃ যীশু সমস্ত লোকদের অনুতপ্ত হবার জন্য আহ্বান করেছেন এবং মন্দ নেতাদের সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছেন— কেন্দুয়া যারা ঈশ্বরের লোকদের তাঁর পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

- একজন পাপী মন ফেরালে স্বর্গে যে কত আনন্দ হয় তা বোঝাবার জন্যে যীশু হারানো মেষের উপমা দিয়েছিলেন। লূক ১৫ঃ১-১০
- অপব্যয়ী পুত্রের উপমার দ্বারা যীশু, ঈশ্বরের অনুগ্রহকে প্রদর্শন করেছিলেন যা লোকসমূহকে অনুতপ্ত হবার দিকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। লূক ১৫ঃ১১-৩২
- সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতর বহু শ্রোতাকে আহ্বান করেছিলেন। প্রেরিত ২ঃ১-৪১
- বিশ্রামবারে একজন অন্ধকে সুস্থ করার কারণে মূর্খ ধর্মীয় নেতারা যীশুর সমালোচনা করেছিলেন কারণ তিনি তা বিশ্রামবারে করেছিলেন। যোহন ৯
- তার্ষ নগরীয় শৌল খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের বন্দী ও মৃত্যুর অনুমোদন করত কিন্তু সে পরিবর্তীত হয়ে প্রেরিত পৌল হয়েছিল। প্রেরিত ৯ঃ১-৩১
- যীশু সেই সমস্ত কেন্দুয়াদের সম্বন্ধে সাবধান করেদিয়েছিলেন যারা ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর ভান করে। কিন্তু তারা হল ভণ্ড। মথি ৭ঃ১৫-২০
- হেরোদকে তার ব্যভিচারের জন্য যোহন বাপ্তাইজক সাবধান করেছিলেন। হেরোদ তাকে বন্দী করে পরে শিরঃচ্ছেদ করেছিল। মথি ১৪
- ফরীশীদের তাড়ী সম্বন্ধে যীশু সতর্ক করে,দিয়েছিলেন আত্ম-ধার্মিকতা ও মানুষের বানানো বিধি। মথি ১৫ঃ১-২০
- ইফিষীয় প্রাচীনবর্গকে পৌল এই বলে সর্তক করেছিলেন যে কেন্দুয়ারা , ভণ্ড নেতারা তাদের মণ্ডলীর অবক্ষয় ও বিভেদ ঘটাতে পারে। প্রেরিত ২০ঃ২৮-৩২
- যোহনের ভবিষ্যত বাণীর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর বিশ্বাসীদের প্রতি একজন খ্রীষ্টারীর নির্মম যাতনার বিষয়ে সতর্ক করেছেন, প্রকা ১৩ অধ্যায়।
- যারা অনুতপ্ত হবেনা তাদের উপর ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর শাস্তি নেমে আসার বিষয়ে যোহন তাঁর দর্শনে সাবধান করে দিয়েছেন। প্রকাশিত বাক্য ১৬-১৮
- যারা অনতপ্ত হবে তাদের জন্য স্বর্গে এক গৌরবময় ভোজের বিষয়ে যোহনের দর্শনে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য ১৯
- যোহনের দর্শন, যারা অনুতপ্ত হবেনা ঈশ্বরের শ্বেত সিংহাসনের সামনে তাদের শেষ বিচারের বিষয়ে প্রকাশ করে। প্রকাশিত বাক্য ২০
- যোহনের দর্শন এক নতুন আকাশ ও পৃথিবীর কথা প্রকাশ করে যেখানে আমরা খ্রীষ্টের সাথে যুগ যুগ ধরে বাস করব ও রাজত্ব করবো এবং যেখানে অভিশাপ, যন্ত্রণায, চোখের জল থাকবে না। প্রকাশিত ২১-২২

আমাদের সাড়াদান ঃ

- ঈশ্বর আমাদের লোকদের তত্ত্বাবধান ও পালকত্ব করার যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা আমাদের পরিবার থেকে শুরু করতে হবে। প্রেরিত ২০ঃ২৮-৩২
- সেই সমস্ত নেতৃবৃন্দের নাম উল্লেখ করব যারা পরিপক্ক ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং যারা তাদের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। (১ তিমথীয় ৩)
- মণ্ডলীতে যারা বিভেদসৃষ্টি করে তাদের প্রতিরোধ করা (তীত ৩ঃ১০-১১)
- মণ্ডলীকে অবশ্যই সেই সমস্ত সাধারণ ভূল সমূহ এড়িয়ে চলতে হবে যেগুলো মণ্ডলীকে দুর্বল করে দেয়, যে সমস্ত সম্বন্ধে যীশু ইতিমধ্যেই প্রকাশিত বাক্য ২-৩ অংশে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন।
- প্রতিদিনের জন্য পবিত্র আত্মার নবায়নের অণ্বেষণ কর। ২ করিন্থীয় ৪ঃ১৬-১৮
- তাড়নাপ্রাপ্ত বিশ্বাসীদের তাদের অনন্ত পুরস্কারের বিষয়ে নিশ্চয়তা দাও। ১ পিতর ১ঃ৬-৯;১ যোহন ৩ঃ১-৩

লুসিফার (সম্বন্ধ স্বর্গে থেকে শয়তানের পতন, আত্মিক যুদ্ধ, শয়তানের দ্বারা যীশুর পরীক্ষা, শয়তান)

পুরাতন নিয়ম ঃ লুসিফার ''ব্যবিলনের রাজা'' একজন সুদর্শন দূত গর্বিত হবার কারণে স্বর্গ থেকে পতিত হয়ে আমাদের শত্রু শয়তানের পরিণত হয়েছিল। যিশাইয় ১৪ঃ৩-১৭ সৃষ্টির প্রারম্ভে এই ঘটনা ঘটেছিল, কিন্তু যতক্ষণ না বিভক্ত রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রকাশ ঘটেনি।

নতুন নিয়ম ঃ ঈশ্বরের লোকেদের বিরুদ্ধে শয়তান অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছে।

- স্বর্গে একটি যুদ্ধের পর, শয়তান এবং তার সাথে যোগদানকারী পতিত দূতরা স্বর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। প্রকাশিত বাক্য ১২ঃ৭-৯
- শয়তান যীশুকে পরীক্ষা করেছিল। মথি ৪
- যীশু সতর্ক করে বলেন যে, পাখী যেমন ক্ষেত্রের বীজ হরণ করে শয়তান ও তেমনি তার মন্দ আত্মাদেরকে আমাদের হৃদয় থেকে ঈশ্বরের বাক্যকে হরণ করার জন্য প্রেরণ করে। মথি ১৩
- শয়তান যিহুদীকে যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য চালিত করে। যোহন ১৩ঃ২১-৩০; ১৮ঃ১-১২
- অননিয় ও সাফীরার মত খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদেরকেও শয়তান পাপের পথে নিয়ে যায়। পাপে পতিত হতে বাধ্য করে প্রেরিত ৫ঃ১-১১

আমাদের সাড়াদান ঃ

- শয়তানের প্রতিরোধ করব তাতে সে পালবে। যাকোব ৪ঃ৭
- শয়তান হতে সাবধান, কারণ সে সবসময় গর্জনকারী সিংহের মত আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, কাকে গ্রাস করা যায় তা দেখতে। ১ পিতর ৫ঃ৮-৯

পরবর্তী একই রকম ঘটনা সমূহ যা ইস্রায়েলের ব্যবিলনীয় বন্দিত্বের এবং অবশিষ্টাংশে ফিরে আসার সময়

ইস্রায়েলের ব্যবিলনীয় বন্দীত্ব (এর সাথে যুক্ত মর্দ্দক্ষায় দামিয়েল বিশ্বাসীদের নিরাপত্তা যীশু উত্তম মেষপালক)

পুরাতন নিময় ঃ বন্দীত্বে থাকাকালীন অবশিষ্টাংশের মধ্যে যারা একমাত্র তাঁর সেবা করেছে ঈশ্বর তাদের রক্ষা করেছিলেন।

- ঈশ্বরের শত্রুদের ধ্বংস করার পরিকল্পনা করার জন্যে মর্দ্দক্ষয় তার ভাগ্নী সাহসী রাণী ঈষ্টেরকে সাহায্য করেছিল। সমগ্র ঈষ্টের পুস্তক।
- ঈশ্বর জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের মধ্যে দানিয়েলের তিনজন বন্ধুকে দানিয়েল; এবং সিংহের কূপে দানিয়েলকে রক্ষা করেছিলেন। দানিয়েল ৬

নতুন নিময় ঃ উত্তম মেষপালক যীশু তাঁর নিজের হাতে তাঁর অনুগামীদের অনন্তকালীন সুরক্ষা দেবার প্রতিজ্ঞা করেছেন। যোহন ১০ঃ৭-৩৯

আমাদের সাড়াদান ঃ তাঁর হাতে তাঁর সন্তানদের অনন্তকাল ধরে রাখার জন্য ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহের প্রতি বিশ্বাস করব। রোমীয় ৮ঃ২৮-২৯

ইষ্রা, সমাজসংস্কারক (সম্বন্ধ পুণরুদ্ধার, বাবিলের বন্দীদশা থেকে প্রত্যাবর্তন, নহিমিয়, আত্মিক তালিম্ত)

পুরাতন নিয়ম ঃ তাঁর লোকদের পুণরুদ্ধার এবং সংঘবদ্ধ কবে, তাঁর কাজে নিয়োজিত করার জন্য ঈশ্বর বিশ্বস্ত নেতাদের প্রেরণ করেছিলেন।

- ইস্রায়েলের মন্দির এবং ভূমির পুণরুদ্ধার করার জন্য পারস্য রাজ কোরস, বাবিলে নির্বাসিত বন্দীদের প্রত্যাবর্তন করতে দিয়েছিলেন। ইষ্রা ১
- যে সমস্ত যিহুদীরা ফিরে এসেছিল তারা উচ্চনাদে আনন্দরব এবং অশ্রু সহকারে মন্দির পুণঃনির্মাণের কাজ শুরু করেছিল। ইষ্রা ৩
- যিরুশালেমের পুণঃনির্মাণের জন্য রাজা অর্তক্ষস্তের কাছে নহিমিয় বিনতী করেছিলেন। নহিমিয় ফিরে এসেছিলেন এবং ধ্বংস স্থাপন নিরীক্ষণ করেছিলেন। নহিমিয় ১-২
- প্রচুর বাধার মধ্যেও নহিমিয় অস্ত্রধারী কর্মচারীদেরকে পরিচালিত করেছিলেন যেরুশালেমের প্রাচীরের পুণঃনির্মাণের জন্য। নহিমিয় ৩-৪
- লোকেরা ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ ও তাতে মনযোগী হয়েছিল এবং তাদের জাতীর মহান নবায়নের জন্য ইস্রায়েলীয়রা অনুতপ্ত হয়েছিল ও তাদের পাপ স্বীকার করেছিল। ইষ্রা ৮-৯

নতুন নিয়ম ঃ পরিচালনার জন্যে একে অপরকে সেবা করবার এবং অভাবীদের সেবা করার জন্য, ঈশ্বর তাঁর পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদেরকে ক্ষমতা এবং তালন্ত দিয়ে থাকেন।

- যীশু অনুতপ্ত পাপীদের সাথে ভোজন করেছিলেন এবং তাদের উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ আনায়ণ করেছিলেন। মার্ক ২ঃ১৩-১৭
- প্রেমে আমরা আমাদের অন্যান্য অনুগ্রহ দানের সাথে আধ্যাত্মিক দানের সামঞ্জস্য মূলক ব্যবহারের দ্বারা আমরা খ্রীষ্টের মন্ডলীতে একে অপরের সেবা করে থাকি। ১ করিন্থীয় ১২ঃ১৪-৩১
- পৌল তাঁর শিক্ষানবীশদের নেতাদের নিযুক্ত করার ও প্রশিক্ষণ দানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। শিক্ষার পদ্ধতির বহুগুণে বৃদ্ধি বজায় রাখতে বলেছিলেন। তীত ১ঃ৫; ২ তীমথিয় ২ঃ২

আমাদের সাড়াদান ঃ ঈশ্বরে কাজের নিমিত্ত লোকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিশ্বাসে পরিকল্পনা করুন (ইফিষীয় ৪ঃ১১-১৬)।

- যেখানে তাদের খুবই প্রয়োজন, সে সমস্ত জায়গায় পাঠাবার জন্য নতুন কর্মীদের নিযুক্ত করুন এবং প্রেরণ করুন (প্রেরিত ১৩ঃ১-৩; তীত ১ঃ৫)

যীশুর পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ের ঘটনাবলী

যীশুর জীবনী (সম্বন্ধ প্রেরিতদের নির্বাচন, বিজয়ী প্রবেশ, ক্রুশ, যীশুর পুণরুত্থান, স্বর্গারোহণ)

- যীশুর জন্ম মথি ১-২; লুক ২
- যীশুর বাপ্তিস্ম মথি ৩
- শয়তানের দ্বারা যীশুর পরীক্ষা মথি ৪
- যীশুর দ্বারা ১২ জন শিষ্যদের আহ্বান যারা পরে প্রেরিত হয়েছিলেন মথি ৪ঃ১৮-২১; ৯ঃ৯-১৩; যোহন ১ঃ৩৫-৫১; মার্ক ৩ঃ১৩-১৯)
- যীশুর রূপান্তর মথি ১৭
- যিরূশালেমে যীশুর বিজয়ী প্রবেশ (পাম সানডে) মথি ২১
- যীশুর মহৎ আদেশ সমুদয় লোককে তাঁর শিষ্য কর, পবিত্র আত্মার শক্তিতে অনুতাপ ও ক্ষমার বাণী ঘোষণা কর, সমুদয় লোককে তাঁর শিষ্য কর। মথি ২৮ঃ১৮-২০; মার্ক ১৬ঃ১৫-১৬; লুক ২৪ঃ৪৬-৪৮; যোহন ২০ঃ২১-২৩; প্রেরিত১ঃ৮
- যীশুর স্বর্গারোহন লূক ২৪ঃ৫০-৫৩ পদ।

যীশুর মহিমাময় স্বর্গারোহনের পরবর্তী ঘটনাবলী

পঞ্চাশত্তমীর দিন পবিত্র আত্মার আগমন হয়েছিল (সম্বন্ধ স্তিফান পঞ্চশত্তমী, মণ্ডলী কাউন্সিল, মিশনারী দল, বিচার)

- যিহুদী বিশ্বাসীদের উপর পবিত্র আত্মা পঞ্চাশত্তমীর দিন নেমে এসেছিলেন। প্রেরিত ২
- খ্রীষ্টের শত্রুরা স্তীফানকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলেছিল কারণ সে তাদের পুরাতন নিয়ম থেকে দেখিয়ে ছিল যে কিভাবে যুগ যুগ ধরে তাদের পূর্বপুরুষরা ঈশ্বরের প্রতিরোধ করে এসেছিল। প্রেরিত ৭
- প্রথম পরাজাতীয় মণ্ডলী, পরাজাতীয় বিশ্বাসীরাও পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেছিল; প্রেরিত ১০
- প্রথম মিশনারী দল প্রেরিত ১৩-১৪

  প্রেরিত ১৫
- শেষ বিচার প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ১১-১৫
- যীশু প্রভুর ভোজের স্থাপনা করেছিলেন মথি ২৬ঃ১৭-২৯
- গেৎশিমানী বাগানে যীশুর যন্ত্রণা এবং তাঁর গ্রেপ্তার মথি ২৬ঃ৩৬-৫৬
- নেতাদের সম্মুখে যীশুর বিচার মার্ক ১৪ঃ৫৫-৬৪; যোহন ১৮ঃ২৮-৪০; ১৯ঃ১-১৬
- যীশুর ক্রুশারোপণ মথি ২৭; মার্ক ১৫; লুক ২৩ যোহন ১৯ঃ১৭-৩৭
- যীশুর সমাধি যোহন ১৯ঃ৩৮-৪২
- যীশুর পুণরুত্থান ও প্রকাশ মথি ২৮; যোহন ২০-২১

Copyright 2004 © by Paul-Timothy. May be freely copied. Download from www.Paul-Timothy.net